দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 APR 2008

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের গ্রেড প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ

॥ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস ॥

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি বৈষম্যের পর এবার গ্রেড প্রদানের ব্যাপারে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের অনিয়মের শিকার হয়ে গ্রেড থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সরকারি কলেজের প্রায় একশ শিক্ষক। প্রভাষকদের সিলেকশন গ্রেড দেয়ার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ছক তৈরি করে সরকারি কলেজগুলোতে প্রেরণ করা হয়। শিক্ষকরা তা যথাযথ পূরণ করে অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। গত বছর ৩০ জুলাই সিলেকশন গ্রেডের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করে তাতে ভুল-ত্রুটি আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করার জন্য পুনরায় কলেজগুলোতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ঐ তালিকায় বিষয়ভিত্তিক প্রভাষকদের নাম সুকৌশলে বাদ দিয়ে বিভিন্ন কলেজে প্রেরণ করা হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ৬২৮ জন প্রভাষকের (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের

(১৬শ পৃঃ পর)

তালিকা ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে প্রেরণ করা হয়। সেখানে কোন কারণ ছাড়াই প্রায় একশ সিনিয়র শিক্ষকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। প্রভাষকরা অভিযোগ করেন যাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকের চাকরির বয়স ২০ বছরের ওপরে। অধিকাংশই ৫৭ বছর বয়সে স্থায়ীকরণের সুযোগ পেয়েছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নাসির উদ্দিন সিকদার একটি সমিতির অন্তর্ভুক্ত নেতা হওয়ায় এ অনৈতিক কাজটি করেছেন। এর আগেও ২০০5 সালের ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমান উল্লাহ এক পত্রে ৩০ জন প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেন। কিন্তু সহকারী পরিচালক নাসির উদ্দিন তা অবৈধ ঘোষণা করে শিক্ষকদের জানান, নিয়মিতকরণের তারিখ থেকে যাদের চাকরির মেয়াদকাল ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বিধি মোতাবেক বিভাগীয় পরীক্ষায় পাস করেছেন তারাই শুধু পদোন্নতির সুযোগ পাবেন।

শিক্ষকরা জানান, যাদের বয়স ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এ রকম বিধান থাকা সত্ত্বেও নতুন নিয়ম চাপিয়ে দেয়া হয়। গত ১০ মার্চের মধ্যে ঐ পত্রের উত্তর দিতে বলা হলেও কলেজগুলোতে নাসির উদ্দিন ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে পত্র পাঠান। শিক্ষকরা অধিদপ্তরের ঐ পত্র পান ৩ দিন পর। তখনও প্রভাষকদের সিলেকশন গ্রেড এবং প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদানকারীদের নাম গোপনে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়।